ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা সারা

পৃঃ ৫

বেগুনি জার্সিতে শুরুতেই দারুন আশ্বাস স্টার্কের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮৪ ● কলকাতা ● ১৩ চৈত্র, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২৭ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে দাবি কংগ্রেসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি তথা তমলুক থেকে বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, তিনি গান্ধী ও গজসের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নিতে পারবেন না। এই মন্তব্য সামনে আসার পরে কংগ্রেসের তরফে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বলছেন, তিনি গান্ধী ও গডসের মধ্যে বেছে নিতে পারবেন না, এই মন্তব্য দুঃখজনকের থেকেও খারাপ। জয়রাম রমেশ বলেছেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। যারা মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারকে

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেকের বিরুদ্ধে

প্রার্থী দিতে চলেছে বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায়ের দুর্গ। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই এই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র নিয়ে তর্জন-গর্জন করেছে বিরোধী দলগুলি। আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী তো নিজে সেখানে দাঁড়ানোর জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন একাধিকবার।এদিকে খাতায় কলমে কোনও জোট না হলেও, বামেরা ওই আসনটি এখনও পর্যন্ত নওশাদ সিদ্দিকীদের জন্য ছেড়ে রেখেছে। কারণ, নওশাদ সিদ্দিকী ওই আসনে লড়তে চান বলে কয়েক মাস আগেই জানিয়েছিলেন। ফলে নওশাদ সিদ্দিকীর অবস্থান আর দিন কয়েক দেখে নিয়েই ওই আসন সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্ট করবে বামেরা। সিপিএমের তরফে অবশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, দেরি হচ্ছে কারণ তারা অপেক্ষা করছে। নওশাদরা যদি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন, তাহলে ডায়মন্ড হারবারের জন্য বামেদের প্ল্যানিং তৈরি আছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী অবশ্য বলছেন, প্রার্থী দেওয়ার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু বিরোধীদের কেউই যে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল না? সেই প্রশ্নে অধীরের জবাব, 'প্রার্থী তো দেওয়া উচিত। প্রার্থী তো হবেই, তৃণমূলের সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

বসিরহাটের প্রার্থী রেখাকে ফোন করে

কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

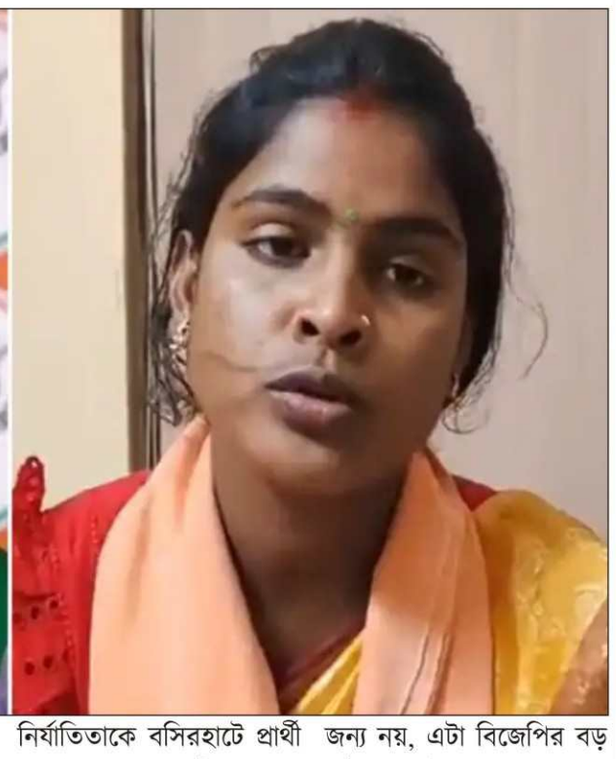

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির নির্যাতিতা রেখা পাত্রকে লোকসভা ভোটে বসিরহাট আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপি। রবিবার তাঁর নাম প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেখাকে ফোন করে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনে রেখা অভিযোগ করেন যে ২০১১ সাল থেকে তাঁরা এলাকায় ভোট দিতে পারছেন না। তাঁদের ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিচ্ছে। তা শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিষয়টি আমরা নির্বাচন কমিশনের নজরে আনব। গোটা দেশের স্বচ্ছ ও অবাধ ভোট করাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। আশা করব নির্বাচন কমিশন বসিরহাটে অবাধ নির্বাচন সুনিশ্চিত করবে।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, সন্দেশখালির এক নির্যাতিতাকে বসিরহাটে প্রার্থী করা এবং তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ফোনে কথোপকথন একেবারেই কৌশলগত। এক, সন্দেশখালিকে সামনে রেখে বাংলার গ্রাম গঞ্চে মহিলা ভোটকে বিজেপির অনুকূলে টানতে চাইছেন মোদী-শাহ। দুই, গোটা দেশকেও দেখাতে চাইছেন মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিজেপি কতটা আগ্রহী। তাই কথোপকথন শুধু বসিরহাটের জন্য নয়, এটা বিজেপির বড় কৌশলেরই অঙ্গ।রেখাকে প্রধানমন্ত্রীর এই ফোনের অডিও এদিন সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ও বিধেয়ও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে এও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিজেপির ফারাকও। কতটা সুপরিকল্পনা থাকলে এতটা সময় দিয়ে এক জন প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন জাতীয় দলের প্রধান

এরপর ৩ পাতায়

দিলীপ ঘোষের 'কুমন্তব্য' নিয়ে

রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিলীপ ঘোষের 'কুমন্তব্য' নিয়ে রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের অভিযোগ দায়েরের একঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করল তারা। সেই প্রেক্ষিতে ১ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।এদিকে এদিন বর্ধমানে প্রচারে বেরিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন দিলীপ। তাঁকে ঘিরে গোব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিনই পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। এর পর প্রচারে বের হতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে বেশ কিছুক্ষণ। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেলাশাসকের কাছে পুরো বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চাইল কমিশন। চব্বিশের ভোটে মেদিনীপুর নয়, বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।মঙ্গলবার সেখানে ভোটপ্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের

এরপর ৩ পাতায়

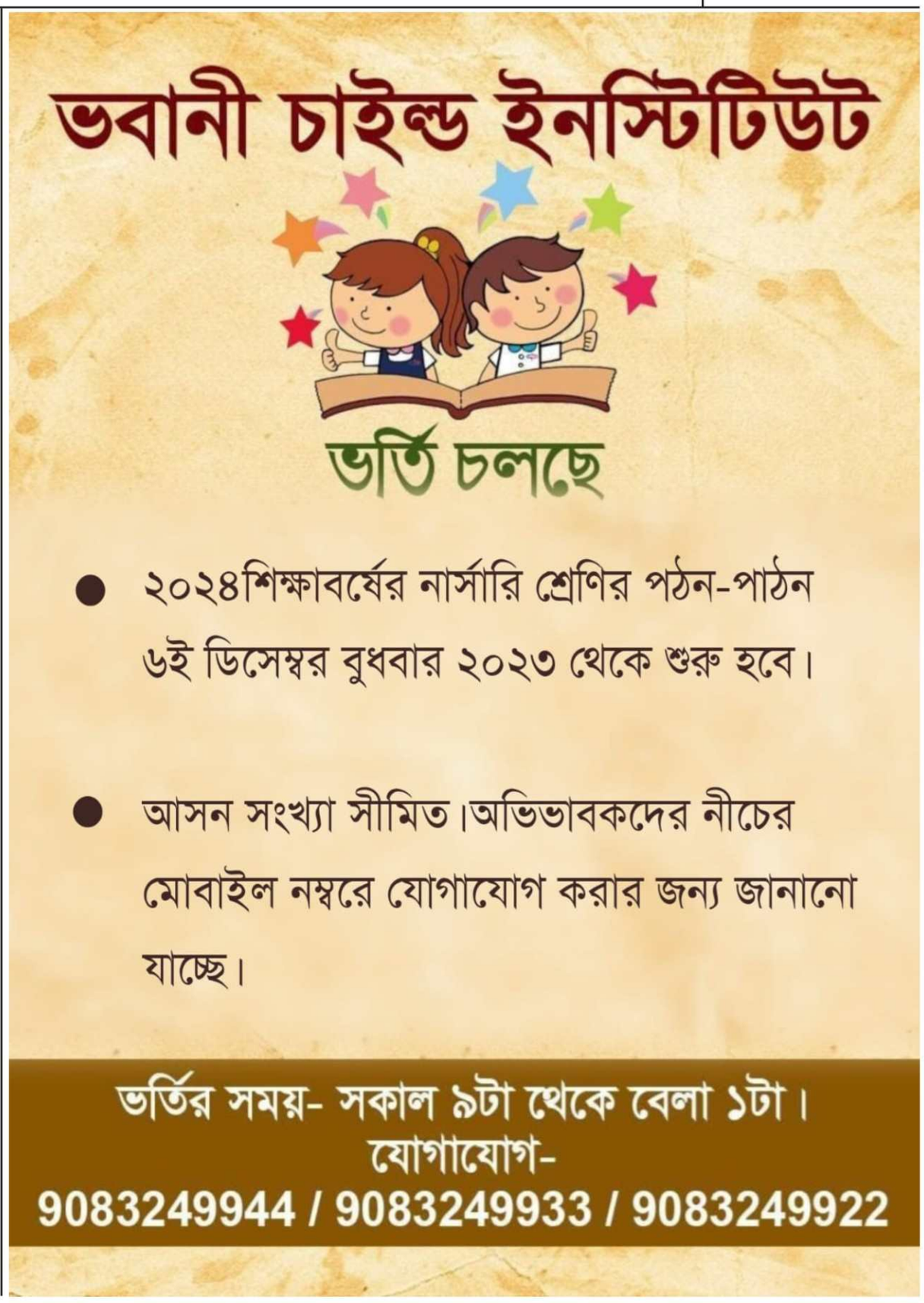

অল পাওয়ার. অল ইউ. - এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী

ওয়ানপ্লাস নর্ড-এ এক সপ্তাহের প্রকাশ

ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4 এর কাউন্টডাউন হিসাবে "অল পাওয়ার. অল ইউ." লঞ্চ শুরু হয়েছে, আমরা ডিভাইসে এখন পর্যন্ত যা জানি তার পরিক্রমা এখানে

Kolkata, 26th March 2024: নিউজ সারাদিন : গত সপ্তাহে, আমরা আরেকটি পাওয়ার-প্যাকড ওয়ানপ্লাস ডিভাইস, ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4 ঘোষণা করেছি, যা নর্ড কোর এডিশন সিরিজে আরও শক্তি যোগ করেছে। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হিসাবে, ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4 এ সাম্প্রতিকতম অক্টা-কোর কোয়ালকম® স্ন্যাপড্রাগন™ 7 জেন 3 চিপ রয়েছে এবং বিদ্যুত-দ্রুত অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাছাড়া, ডিভাইসটিতে রয়েছে 8GB এর LPDDR4x RAM রয়েছে যা ভার্চুয়াল র‍্যাম এর মাধ্যমে আরও 8GB পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। শুধু তাই নয়, ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4 র‍্যাম-ভিটাও সমর্থন করে। এটি স্মার্টফোনটিকে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন চালু বা স্যুইচ করার সময় এবং একবারে 15 টিরও বেশি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন মেমরিতে ধরে রাখার সময় একটি নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে সহায়তা করে। বড় র‍্যামের সাথে বড় স্টোরেজ প্রয়োজনীয়তা আসে, এ কারণেই ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4-G 256GB স্টোরেজ রয়েছে এবং গ্রাহকদের জন্য আরও আনন্দ যোগ করতে, এটি ১এঞই পর্যন্ত প্রসারণযোগ্য স্টোরেজ সমর্থন করে, যা আপনার সমস্ত স্মৃতি নিরাপদে সংরক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট।

তবে এটাই সব নয় - আপনি যা কিছু নিক্ষেপ করেন তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4 100W সুপারভুক চার্জিং সমর্থন করে, যা 29 মিনিটের মধ্যে ডিভাইসটিকে 1-100% চার্জ করে, এটি একটি কীর্তি যা এর আগে কেবল ফ্ল্যাগশিপ ওয়ানপ্লাস 12R-এ দেখা গিয়েছিল, এটি এখন পর্যন্ত দ্রুততম চার্জিং নর্ড তৈরি করে।

এবং আসুন 6.7-ইঞ্চি ফ্লুইড অ্যামোলেড ডিসপ্লেটি ভুলে যাবেন না, যা 120Hz রিফ্রেশ রেট এবং 93.4% এর স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত নিয়ে গর্ব করে, এমনকি কম আলোতেও অত্যাশ্চর্য ভিজ্যুয়াল অফার করে।

দুটি চিত্তাকর্ষক রঙের ভেরিয়েন্টে উপলব্ধ - ডার্ক ক্রোম: ওয়ানপ্লাসের উত্তরাধিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেলাডন মার্বেল: বিশেষ সংস্করণ ওয়ানপ্লাস 11 মার্বেল ওডিসি দ্বারা অনুপ্রাণিত, যা সম্প্রদায় পছন্দ করেছে, ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4 একটি ভিজ্যুয়াল আনন্দের প্রতিশ্রুতি দেয়।

নর্ডের আরেকটি মূল দ্রষ্টব্য

ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4-এর লঞ্চ ইভেন্টের সাথে, আমরা ঐতিহ্যবাহী কীনোট ফর্ম্যাটটিকে এমন কিছু দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছি যা নর্ড কী তা প্রকাশ করে। এই বছর, মূল বক্তব্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য বিনোদন মান আনতে এবং ইভেন্টের পুরো সময়কালের জন্য শ্রোতাদের আটকে রাখতে, আমরা নতুন ওয়ানপ্লাস নর্ড CE4 লঞ্চের জন্য একটি বিখ্যাত সুপরিচিত স্ট্যান্ডআপ শিল্পী রোহান জোশীর সাথে অংশীদারিত্ব করেছি। ইভেন্টের সাধারণ টোনালিটি এবং স্বাদটি টিজ করতে এবং তার অংশগ্রহণের ঘোষণা করতে, আমরা এই সমস্ত নতুন চিকিতসার জন্য চক্রান্ত এবং উত্তেজনা তৈরি করতে এই হাস্যকর টিজারটি রেখেছি।

প্রথমবারের মতো এই ফর্ম্যাটটি প্রত্যক্ষ করতে, আমরা 1লা এপ্রিল দেশের 20 টি প্রধান ভেন্যুতে এক্সক্লুসিভ ওয়াচ পার্টির আয়োজন করব যাতে আমাদের সম্প্রদায় এবং আরসিসি সদস্যরা আমাদের সাথে লঞ্চ ইভেন্টটি উদযাপন করতে পারেন। তারিখের কাছাকাছি আপনার কাছাকাছি স্থানগুলি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ওয়ানপ্লাস কমিউনিটি ফোরামের সাথে থাকুন।

আসন্ন ওয়ানপ্লাস নর্ড ঈউ৪ সম্পর্কে আরও জানতে এবং সর্বশেষ আপডেট সম্পর্কে অবহিত হতে oneplus.in এবং Amazon।

সিসিপিএ এবং এএসসিআই ভারতে বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করতে হাত মিলিয়েছে

বৃহত্তর প্রতিরোধ গড়তে এবং প্রয়োগকে সমর্থন করতে পদক্ষেপ প্রত্যাশিত

Kolkata, March 26, 2024: নিউজ সারাদিন : ডিপার্টমেন্ট অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স (ডিওসিএ) এবং দ্য অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) উভয়ই ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার পারস্পরিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। যখন বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিষয়টি আসে তখন এএসসিআই এবং সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি (সিসিপিএ) উভয়ের মিশনের কেন্দ্রবিন্দু এই উদ্দেশ্যটি।

এটি লক্ষণীয় যে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এএসসিআইয়ের কোড এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকাগুলি কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা বেশ কয়েকটি নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, অন্ধকার নিদর্শন, প্রভাবশালী নির্দেশিকা, কোচিং ইনস্টিটিউট, গ্রিনওয়াশিং এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কিত নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রান্তিককরণের আলোকে, সিসিপিএ স্বীকৃতি দিয়েছে যে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত এএসসিআইয়ের কোডের যে কোনও লঙ্ঘন সম্ভাব্যভাবে কনসিউমার প্রোটেকশন অ্যাকট ২০১৯ এবং এর সাথে সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলি লঙ্ঘন করতে পারে।

সুতরাং, সিসিপিএ এএসসিআই-কে এএসসিআই কোডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং কনসিউমার প্রোটেকশন অ্যাকট, ২০১৯ লঙ্ঘন করতে পারে এমন কোনও বিজ্ঞাপন, এর সাথে থাকা সম্পর্কিত গাইডলাইন, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিসিপিএ-কে পাঠাতে অনুরোধ করেছে। তার সাথে থাকা নির্দেশিকাগুলি সহ সম্ভাব্যভাবে, যথাযথ পদক্ষেপের জন্য সিসিপিএর কাছে প্রেরণ করতে।

বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত এএসসিআই দ্বারা উত্থাপিত যে কোনও মামলা সিসিপিএ দ্বারা কনসিউমার প্রোটেকশন অ্যাকট ২০১৯ অনুসারে অবিলম্বে সমাধান করা হবে এবং কঠোরভাবে পরিচালনা করা হবে।

এই সহযোগিতা বিজ্ঞাপন প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান জটিলতা মধ্যে আসে, বিশেষ করে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। এই উন্নয়ন সম্পর্কে মন্তব্য করে ডিওসিএ সচিব শ্রী রোহিত কুমার সিং বলেন, "এএসসিআইয়ের কোড এবং সিসিপিএর নির্দেশিকাগুলির মধ্যে সংমিশ্রণ বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা প্রচারের দিকে সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। অনুরূপ উদ্দেশ্যগুলির সাথে, সিসিপিএ এবং এএসসিআই কোনও লঙ্ঘন কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য পরিপূরক উপায়ে কাজ করতে পারে। ডিজিটাল বিজ্ঞাপন দ্বারা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করা হচ্ছে, এবং গতি বজায় রাখার জন্য সমমনা সংস্থাগুলির সাথে একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতির দাবি করে। স্ব-নিয়ন্ত্রকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা নিয়ন্ত্রকদের একটি প্রতিষ্ঠিত সর্বোত্তম অনুশীলন, এবং আমরা আশা করি যে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, ভারতীয় বিজ্ঞাপনের নিয়মকানুন আরও কার্যকর হয়ে উঠবে। যেখানে সিসিপিএ নির্দেশিকাগুলির সাথে স্বেচ্ছাসেবী সম্মতি আসছে না, বা পুনরাবৃত্তি অপরাধীদের ক্ষেত্রে, সিসিপিএ'র জরিমানা এবং জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা রয়েছে। প্রয়োজনে কনসিউমার প্রোটেকশন অ্যাকটের ধারাগুলি কার্যকর করতে আমরা পিছপা হব না।"

মনীষা কাপুর, সিইও এবং সেক্রেটারি-জেনারেল এএসসিআই বলেন, "আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে ডিওসিএ এবং সিসিপিএ'র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি এবং আমরা এই সম্পর্ককে আরও গভীর করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে এএসসিআইয়ের গভীর দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞতা রয়েছে এবং আমরা সিসিপিএ এবং ডিওসিএকে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের সহযোগিতামূলক পদ্ধতির জন্য ধন্যবাদ জানাই। একটি শক্তিশালী স্ব-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করে এবং এই অংশীদারিত্ব স্ব-নিয়ন্ত্রণকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।"

ডিওসিএ এবং এএসসিআই, সাম্প্রতিক সময়ে, বিজ্ঞাপন ঘিরে বেশ কয়েকটি বিষয় যেমন ইনফ্লুয়েন্সার গাইডলাইনস, গ্রিনওয়াশিং, ডার্ক প্যাটার্নস এবং সারোগেট অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে যৌথ পরামর্শ এবং সহযোগিতা করেছে, শিল্প, নাগরিক সমাজ এবং নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে বৃহত্তর আলাপআলোচনা এবং সংমিশ্রণ তৈরি করেছে। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞাপন স্ব-নিয়ন্ত্রকরা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সহ-নিয়ন্ত্রণের মডেলগুলিতে সরকারগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। আজকের বিজ্ঞাপনের জটিল প্রকৃতি এবং অনলাইন স্পেসের সীমানাহীন প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, ছদ্মবেশী বিজ্ঞাপন, ডিপফেক এবং স্ক্যামের মতো বিষয়গুলি সামনে আসছে, এই ধরনের অংশীদারিত্ব কার্যকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে তাৎপর্য লাভ করে।

দোল উপলক্ষে গঙ্গায় ডুবলো ২,

বিপর্যয় মোকাবিলা বাঁচালো ১ নিখোঁজ ১

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ নদিয়া : নিউজ সারাদিন : দোল উপলক্ষে নবদ্বীপে বেড়াতে এসে মায়াপুর প্রভুপাদ ঘাট থেকে গঙ্গায় ভেসে যাওয়া এক মহিলাকে রানীর ঘাটের কাছাকাছি মাঝগঙ্গা থেকে উদ্ধার করল দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর। বছর ৩৭ টুম্পা মন্ডল নামে নদীয়ার মুরুটিয়া থানা থেকে এসেছিল নবদ্বীপের দোল উৎসব দেখতে। সোমবার ২৬ শে মার্চ সকালে এই ভেসে যাওয়ার খবর পেয়ে দুটি স্পিডবোর্ড নিয়ে দুইজন উইথ রেসপন্স টিম এর ভলেন্টিয়ার গঙ্গায় টিউব ছুড়ে দিয়ে তাকে প্রাণে বাঁচায়। মহিলাকে জল থেকে উদ্ধার করার পর নবদ্বীপ থানার সহযোগিতায় নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। এইভাবে গঙ্গায় ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নবদ্বীপের পুলিশ প্রশাসন ভলান্টিয়ারদের সাধুবাদ জানিয়েছেন।

একই দিনে দোল উৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপে বেড়াতে এসে নবদ্বীপ দণ্ডপানিতলা স্নানের ঘাটে নিখোঁজ হলো এক ব্যক্তি। ব্যক্তির খোঁজে ২৭ শে মার্চ মঙ্গলবার সকাল আটটায় নামানো হলো দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের ডুবুরিকে। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ওই ব্যক্তির নাম চন্দন ঘোষ, বয়স আনুমানিক ৪৪, তার বাড়ি বর্ধমান শহরের তিন নম্বর শাঁখারি পুকুর সদরঘাট এলাকায়। নিখোঁজ ব্যক্তির দাদা কাঞ্চন ঘোষ জানায় সোমবার দোল উপলক্ষে বর্ধমান থেকে চার চাকার গাড়ি নিয়ে নবদ্বীপে এক বন্ধুর আত্মীয়র বাড়িতে এসেছিল , বন্ধু বিমল-মালোর সঙ্গে ডাইভার সহ দুজন এসেছিল নবদ্বীপের বন্ধুর দিদির বাড়িতে ।সোমবার দুপুর ১টা থেকে ১.৩০ নাগাদ সম্ভবত গঙ্গায় স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে যায় চন্দন ঘোষ। এই ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার বিকেলেই চন্দন বাবুর দাদা কাঞ্চন ঘোষ নবদ্বীপে চলে আসেন।এরপর বিষয়টি নবদ্বীপ থানার পুলিশকে জানালে, রাত প্রায় ৯ টা নাগাদ নৌকা নিয়ে গঙ্গায় খোঁজার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। নবদ্বীপ থানার সহযোগিতায় মঙ্গলবার ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজ চন্দন ঘোষ এর সন্ধান চালাচ্ছে প্রশাসন।

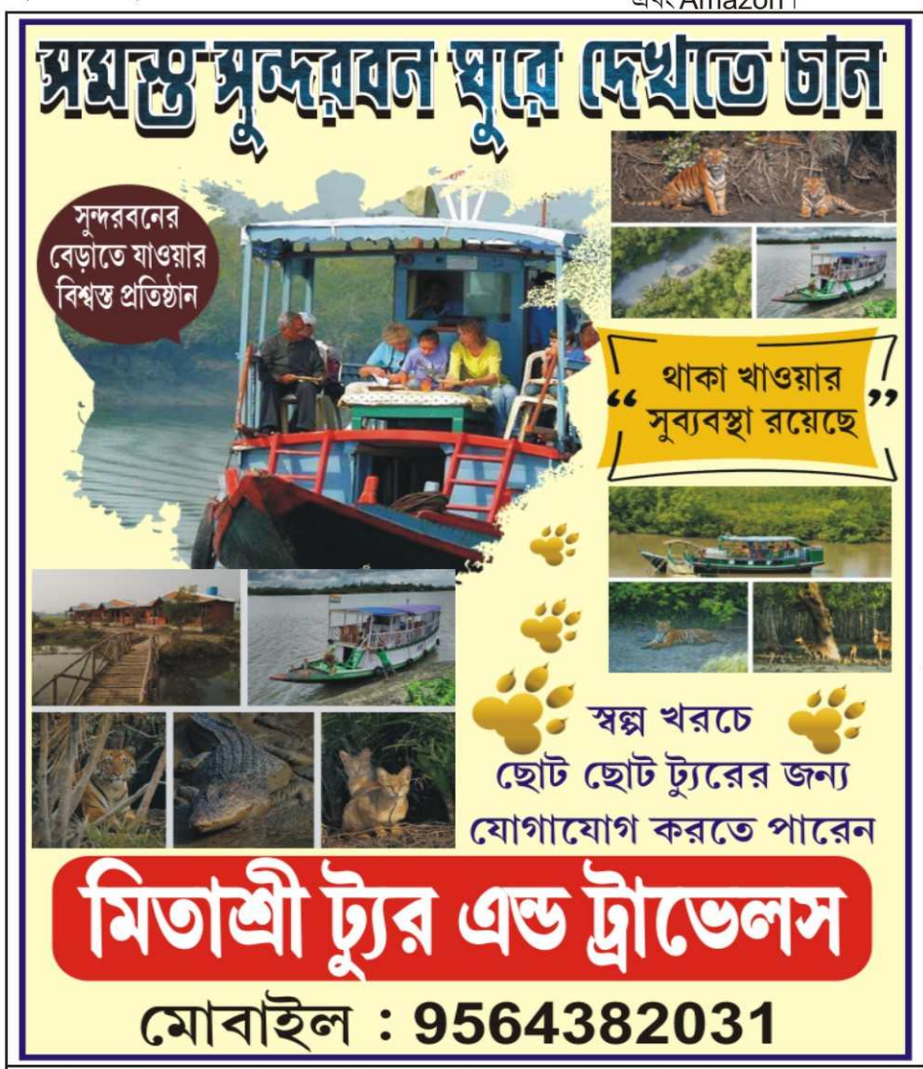

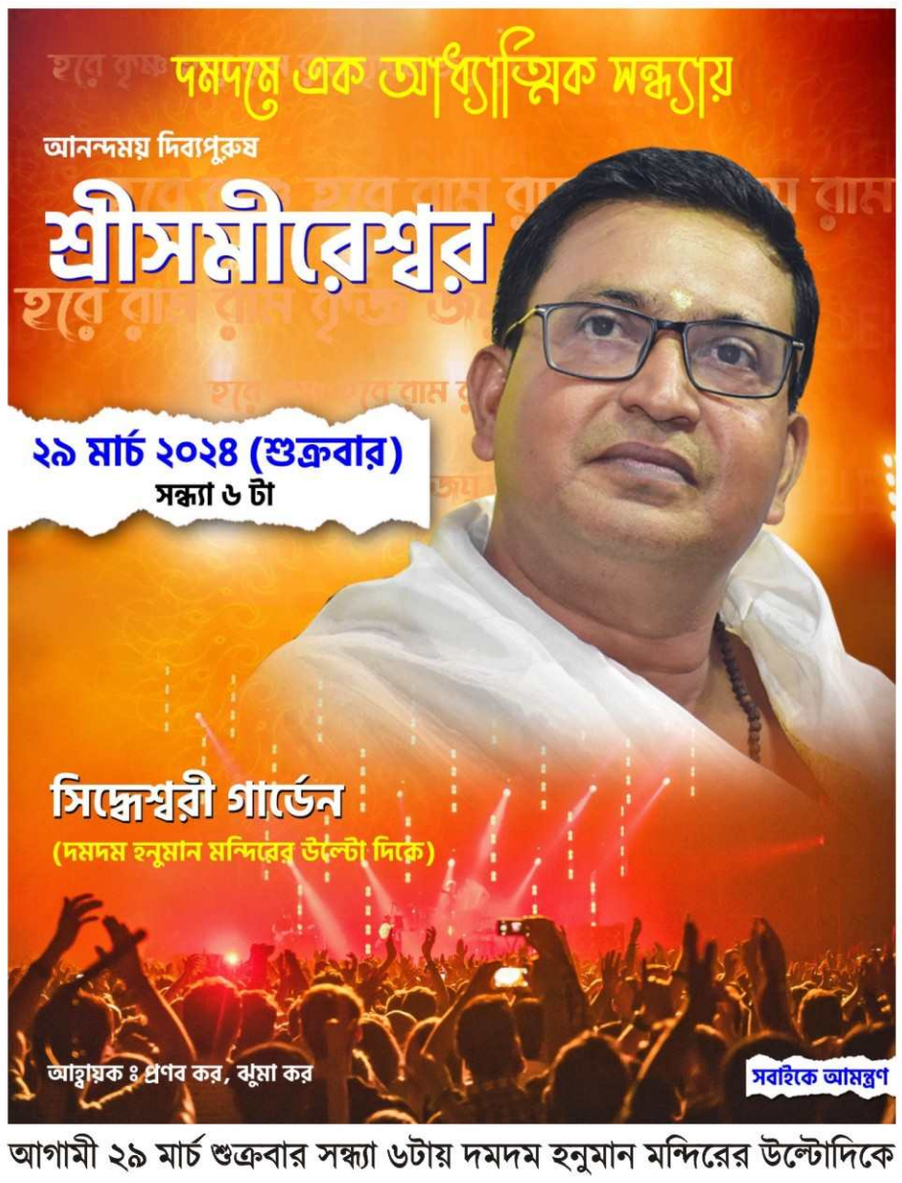

আগামী ২৯ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় দমদম হনুমান মন্দিরের উল্টোদিকে সিদ্ধেশ্বরী গার্ডেনে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ...

১-ম পাতার পর

বসিরহাটের প্রার্থী রেখাকে ফোন করে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সেনাপতি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের সময়ে মোদীকে ভগবান রামের সঙ্গে তুলনা করেন রেখা। মোদীর আশীর্বাদ চান বসিরহাটের বিজেপির প্রার্থী। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনার মতো মা বোনের হাত আমার মাথায় রয়েছে। নইলে আমি একা তো কিছুই নই। মোদীর কথায়, রেখাজি আপনিই শক্তি, আপনিই দুর্গা। বাংলায় শক্তির আরাধনা হয়। আপনিই সেই শক্তি। কত বড় সাহস আপনি দেখিয়েছেন, জানেন না। আপনার কারণেই এক দুর্বৃত্ত গ্রেফতার হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করেছেন। গোটা দেশ আপনার জন্য গর্ব করছে।

রেখার কাছে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, লোকসভা ভোটে তাঁকে প্রার্থী করার পর কেমন সাড়া পেয়েছেন তিনি? জবাবে রেখা বলেন, আমি ভাল সাড়া পেয়েছি। অনেকেই আমার পাশে রয়েছেন। খোলাখুলি সমর্থন করছেন। তৃণমূলের যে সব মা বোনেরা শুরুতে আপত্তি করছিলেন, তাঁরাও এখন সমর্থনের কথা বলছেন। আমি চাই সবার ভাল হোক।

তা শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনার মধ্যে এক জন জনপ্রতিনিধি হয়ে ওঠার সব গুণ দেখতে পাচ্ছি। আপনি শুধু বিজেপির সমর্থকদের কথা ভাবছেন না। আপনার যাঁরা বিরোধী তাঁদেরও ভাল চাইছেন। এই উদারতা একজন জনপ্রতিনিধির থেকে কাঙ্খিত। আমি আশা করছি আপনাকে দিল্লিতে দেখতে পাব।

১-ম পাতার পর

অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে চলেছে বিজেপি

তালে তাল মিলিয়ে নাই হতে পারে।' সর্বসমক্ষে বলেছেন। কিন্তু, বাস্তব চিত্র বলছে এখনও পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারে বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র প্রার্থী ঘোষণা করেছে এসইউসিআই। রামকুমার মণ্ডলের নামে দেওয়াল লিখতে শুরু করে দিয়েছে তারা। কিন্তু বাকি বিজেপি, আইএসএফ, বাম বা কংগ্রেস কেউই এখনও পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে উঠতে পারেনি। অভিষেকের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রার্থী কোথায়? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, কলকাতা পুরনিগমের এক কাউন্সিলর ও এক মহিলা বিধায়কের কথা ভাবা হয়েছিল। যদিও তাঁরা কেউ রাজি হননি। সূত্রের দাবি, ওই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতগাছিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক সোনালী গুহর নামও দলের অন্দরের আলোচনায় উঠে এসেছে। পাশাপাশি তৃণমূল ছেড়ে পদ্মে আসা যুব নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডার নামও রয়েছে আলোচনায়। তিনি আবার সাংগঠনিকভাবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকায় দলের দায়িত্বে রয়েছেন। আবার কংগ্রেস থেকে আসা কৌস্তভ বাগচির নামও রয়েছে আলোচ্য তালিকায়। পদ্ম শিবির সূত্রে বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াকু প্রার্থী দেওয়া হবে। সকলের মতামত নিয়েই প্রার্থী বাছাই করতে একটু সময় লাগছে। দিন কয়েকের মধ্যেই সেটি হয়ে যাবে।

বিহারে এনডিএ-র বেশির ভাগ পুরনো মুখকে

মাঠে নামায় নতুন মুখ হতাশ

ড: সমরেন্দ্র পাঠক .সিনিয়র সাংবাদিক। পাটনা, মার্চ ২৬, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : বিহারে এনডিএ-র বেশিরভাগ পুরানো মুখের ফিল্ডিং নিয়ে নতুন মুখরা হতাশ। এ কারণে দেশদ্রোহিতার সম্ভাবনা রয়েছে। এলজেপি রামবিলাসের মধ্যে কোন্দল রয়েছে।

এনডিএ-র বিভিন্ন দল থেকে টিকিট প্রত্যাশী নেতারা এবং রাজনৈতিক পণ্ডিতরা অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনে এই তথ্য জানিয়েছেন।বিজেপি এবং জেডিইউ-র অনেক নেতা এমনকি বলেছেন যে উভয় দলই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তরুণ মুখ প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যক টিকিট দেওয়া হবে। কিন্তু এসব দল গড়ে প্রায় ৭০ জন প্রবীণ নেতাকে মাঠে নামিয়ে নতুন মুখের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে।তাদের তালিকায় নারীর সংখ্যাও নগণ্য।

বিজেপির রাধামোহন সিং, আর কে সিং এবং গিরিরাজের বয়স ৭০-এর উপরে। রবিশঙ্কর প্রসাদ প্রায় ৭০-এ পৌঁছতে চলেছেন। ৫০ বছরের কম বয়সী একমাত্র প্রার্থী হলেন রাজ ভূষণ নিষাদ, যার বয়স ৪৮ বছর।

বিজেপি পশ্চিম চম্পারন, পূর্ব চম্পারণ থেকে সঞ্জয় জয়সওয়ালকে প্রার্থী করেছে- রাধা মোহন সিং, আরারিয়া- প্রদীপ কুমার সিং, ঔরঙ্গাবাদ- সুশীল কুমার সিং, মধুবনি- অশোক কুমার যাদব, দরভাঙ্গা- গোপাল জি ঠাকুর, মুজাফফরপুর- রাজ ভূষণ নিষাদ, মহারাজগঞ্জ- জনার্দন সিং। সিগ্রিওয়াল। , সরন - রাজীব প্রতাপ রুডি, উজিয়ারপুর - নিত্যানন্দ রাই, বেগুসরাই - গিরিরাজ সিং, নওয়াদা - বিবেক ঠাকুর, পাটনা সাহেব - রবি শঙ্কর প্রসাদ, পাটলিপুত্র - রাম কৃপাল যাদব, আরা - রাজ কুমার সিং, বক্সার - মিথিলেশ তিওয়ারি এবং শিবেশ রাম সাসারাম থেকে, দুজন বাদে বাকিরা একই পুরনো মুখ।

একইভাবে NDA কম্পোনেন্ট JDU 16 প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সীতামারহির সাংসদ ও জেডিইউ নেতা সুনীল কুমার পিন্টুর টিকিট বাতিল করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় টিকিট দেওয়া হয়েছে বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান দেবেশ চন্দ্র ঠাকুরকে। সিওয়ানের সাংসদ কবিতা সিংয়ের টিকিটও কাটা হয়েছে। তার জায়গায় বিজয়লক্ষ্মী দেবীকে লোকসভা প্রার্থী করেছে দল। কিশানগঞ্জ লোকসভা আসন থেকে ২০১৯ সালের জেডিইউ টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সৈয়দ মাহমুদ আশরাফের জায়গায় মুজাহিত আলমকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। দল শিবহার থেকে লাভলী আনন্দের নাম অনুমোদন করেছে।

একইভাবে বাল্মিকি নগর থেকে সুনীল কুমার, ঝাঁঝাড়পুর-রামপ্রীত মণ্ডল, সুপল-দিলেশ্বর কামাত, কাটিহার- দুলালচন্দ্র গোস্বামী, পূর্ণিয়া- সন্তোষ কুমার কুশওয়াহা, মাধেপুরা- দীনেশ চন্দ্র যাদব, গোপালগঞ্জ- ডক্টর অলোক কুমার সুমন, ভাগলপুর- কুমার ব্যাঙ্ক, অজয়। - গিরিধারী যাদব, মুঙ্গের - রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং, নালন্দা - কৌশলেন্দ্র কুমার এবং চন্দেশ্বর আজাদকে জেহানাবাদ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।

এনডিএ-র অন্য প্রধান উপাদান এলজেপি পরিবারের মধ্যে কোন্দল রয়েছে। যাই হোক, এই দলে পরিবারের আধিপত্য রয়েছে। এরপর যদি কিছু করা হয় তাহলে হয়তো আরও লোক সুযোগ পাবে। তবে এবার পরিস্থিতি পাল্টেছে।

দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সকাল থেকে বসেছে নো-এন্ট্রি বোর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি তো বটেই, আশপাশেও মাছি গলার সুযোগ নেই। সারা বছর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মোড়া থাকে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি। মঙ্গলবার সকালে নিরাপত্তার বেড়াজাল আরও বাড়ানো হয়েছে। নো-এন্ট্রি বোর্ড বসেছে আশপাশের রাস্তায়। মঙ্গলবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়ায় পুলিশ বাড়তি সতর্ক। মেট্রোর সচিবালয় স্টেশনের আশপাশে রয়েছে একাধিক সরকারি ভবন। মন্ত্রী, আমলা লাগোয়া রাস্তা ধরে যাতায়াত করেন। আপ সমর্থককেরা যাতে আচমকা কোনও অফিসে ঢুকে পড়তে না পারে সে জন্য এই কড়াকড়ি। একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ত্রি-সীমানায় তাদের ঘেঁষতে দেওয়া হবে না।ওদিকে দিল্লি মেট্রোর সচিবালয় স্টেশন কার্যত বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই স্টেশনে শুধু যাত্রীদের নামা-ওঠার অনুমতি নেই। দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সকাল থেকে বসেছে নো-এন্ট্রি বোর্ড। গাড়ি ছাড়াও পথচারীদের উপরও নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

হঠাৎ কী হল রাজধানীতে? কেন এই কড়াকড়ি? কোনও হামলা, নাশকতার গোপন খররের জেরেই কি নিরাপত্তার এই ততপরতা?জানা যাচ্ছে আম আদমি পার্টির মঙ্গলবারের কর্মসূচি নিয়ে বিচলিত পুলিশ-প্রশাসন। দলীয় সুপ্রিমো তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আপ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের পর বিগত কয়েকদিন আপ নেতা-কর্মীরা বিজেপি দফতরের সামনে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভকারীদের আটকাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে।

১-ম পাতার পর

দিলীপ ঘোষের 'কুমন্তব্য' নিয়ে রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন

মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নামে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেন তিনি। বলেন, "উনি গোয়ায় গিয়ে বলেন, 'আমি গোয়ার মেয়ে'। ত্রিপুরায় গিয়ে বলেন, আমি 'ত্রিপুরার মেয়ে'। আরে বাপ তো আগে ঠিক করুন। যার তার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়।" তাঁর এই মন্তব্যে স্বভাবতই তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ জমতে বেশি সময় নেয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কমিশনে চিঠি দেয় তারা। বুধবার সকাল ১০টায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে। দিলীপের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ জানাবে ঘাসফুল শিবির। তবে তার আগেই পুরো বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চাইল কমিশন।

১-ম পাতার পর

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে দাবি কংগ্রেসের

যথাযথ করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা ছাড়েন না, তাদের প্রার্থীপদ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

কলকাতা হাইকোর্টের কর্মরত বিচারপতি অবসর নেওয়ার সময় বাকি থাকলেও তিনি হঠাতই ইস্তফা দেন এবং বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপির তরফে তাঁকে তমলুক থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথোপকথনে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী ও নাথুরাম গডসের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নিতে পারবেন না। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বলেছেন, গান্ধীকে হত্যার পিছনে গডসের যুক্তিও বুঝতে হবে।

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি যেহেতু আইনের পেশার লোক, সেই কারণে গল্পের অন্য দিকটি বোঝা দরকার। তিনি আরও বলেছেন, গডসের লেখা পড়ে বুঝতে হবে, তাকে কেন মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করতে হল! ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি গান্ধী ও গডসের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নিতে পারবেন না। তবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় মহাত্মী গান্ধীর হত্যার নিন্দা করেছেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সব দিক পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার ওপরে জোর দিয়েছেন।

নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ। সুভাষবাবুর ছেলেই নাকি ছিলেন ওই রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে। এদিন নার্সিংহোমের সামনে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা। দীর্ঘক্ষণ পর পুলিশের উপস্থিতিতে আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি।ওই মহিলার মৃত্যু হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, সুভাষবাবুর ছেলের ভুল চিকিৎসার কারণেই মৃত্যু হয়েছে রোগীর। মঙ্গলবার দুপুর থেকে নার্সিংহোম এর সামনে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থতি। তবে এ বিষয়ে এখনও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার। তিনি পেশায় চিকিৎসক। তাঁর ছেলে সোমরাজও চিকিৎসক। বাঁকুড়ায় সুভাষবাবুর নার্সিংহোমেই কর্মরত তিনি। জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার লালবাজার কামারপাড়ার বাসিন্দা মৌসুমী দে। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই সোমরাজবাবুর তত্ত্বাবধানেই ছিলেন তিনি। বধূর স্বামী জানান, সিজারের জন্য গত বৃহস্পতিবার ওই মহিলাকে সুভাষবাবুর নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ওই দিনই তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। অভিযোগ, রাত ১১ টার পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শুক্রবার তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোম থেকেই পাঠানো হয় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। সোমবার ওই রোগীর মৃত্যু হয়।

রং খেলাকে কেন্দ্র করে ভরসন্ধ্যায় গুলি চলল অর্জুন সিংয়ের গড়ে

বারাকপুর: নিউজ সারাদিন : ভাটপাড়া রয়েছে ভাটপাড়াতেই! ভোটের মুখে রং খেলাকে কেন্দ্র করে ভরসন্ধ্যায় গুলি চলল অর্জুন সিংয়ের গড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আতঙ্কে স্থানীয়রা। নতুন করে যাতে অশান্তি না ছড়ায় সেই কারণে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় ভাটপাড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করে তাঁরা। এদিকে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন ভাটপাড়া থানা ও বারাকপুর পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঠিক কী ঘটেছিল তা জানার চেষ্টা করেন। ঘটনার পর কয়েকঘণ্টা পেরলেও থমথমে এলাকা। প্রসঙ্গত, ভোট এলেই কার্যত গুলি, বোমা, বারুদের স্তূপে পরিণত হয় ভাটপাড়া। নিত্য অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ বরাবর এলাকার উপর নজরদারি চালালেও বারবার অশান্ত হয় ওই এলাকা। লোকসভা ভোটের মুখে এবার সামান্য রং খেলাকে কেন্দ্র করেও গুলি চলল ভাটপাড়ায়। একের পর এক এহেন ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা।সোমবার ছিল দোল। মঙ্গলবারও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ মেতেছেন রঙের উৎসবে। একইভাবে এদিন ভাটপাড়া পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর কলোনি এলাকায় দুই গোষ্ঠী যুবকরা রং খেলছিলেন। আচমকা তাঁদের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। মুহূর্তে তা বিরাট আকার নেয়। কার্যত হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, সেই সময়ই পরপর রাউন্ড গুলি চলে অর্জুন সিংয়ের গড় হিসেবে পরিচিত ভাটপাড়ায়। গুলি চালিয়েই অভিযুক্তরা পালায়। তবে ফেলে যায় বাইকটি। এদিকে ভরসন্ধ্যায় পরপর গুলির শব্দে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

বহরমপুরে তৃণমূল-বিজেপি

সংঘর্ষে গ্রেপ্তার তিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহরমপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে আহত হলেন ৫ জন। পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের। বহরমপুরের কাঁঠালিয়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোসাবার কুমিরমারীতেও। তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, দোলের দিন বিকেলে গাড়ি করে এলাকায় ঘুরছিলেন তাদের কর্মী, সমর্থকরা। গাড়িতে অঞ্চল সভাপতি অঙ্কন মণ্ডল রয়েছেন বলে অনুমান করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি চালায়। এরপর গাড়ি থামিয়ে অঞ্চল সভাপতির ভাই-সহ তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা গেরুয়া শিবিরের দাবি, এলাকায় পতাকা-ফেস্টুন লাগানোর সময় তাদের কর্মীদের ওপরেই হামলা চালায় তৃণমূল। দু'পক্ষ অভিযোগ দায়ের করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানায়। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ।ভাইরাল হল অশান্তির ভিডিও। যদিও এই ভিডিওর সতয়তা যাচাই করেনি এবিপি আনন্দ। বিজেপির অভিযোগ, সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ আনন্দ উতসবের মাঝেই তাঁদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর স্ত্রী রিনা মণ্ডলের অভিযোগ, "আগে তৃণমূল করত এখন বিজেপিতে এসেছে তার জন্য। হিংসায়। পুলিশ তো কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।' বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অনামিকা ঘোষের দাবি, "তৃণমূল কংগ্রেসের যে মেম্বার আছে ঝর্না ঘোড়ুই তাঁর স্বামী স্বপন ঘোড়ুই। সে মদ্যপ অবস্থায় তাঁর নেতৃত্বে হামলা চালায় ওই কাঁঠালিয়া গ্রামে। বিজেপি করে বলে মহিলাদেরকে টেনে হিঁচড়ে মেরেছে। বাচ্চাও রেহাই পায়নি।' গত ১৬ মার্চ ঘোষণা হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। আর তারপর থেকেই দিকে দিকে অশান্তির ছবি। এবার বহরমপুরে সংঘর্ষে জড়াল তৃণমূল এবং বিজেপি। এই ঘটনায় তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ, তাঁদের ওপর আগে চড়াও হয়েছে বিজেপি। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার দখলদারি নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির পুরনো বিবাদের জেরেই এই ঘটনা। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৫ জন। তৃণমূল এবং বিজোপির তরফ থেকে বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৩ জনকে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮৪ সংখ্যা ২৭ মার্চ, ২০২৪ বুধবার ১৩ চৈত্র, ১৪৩০

আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ রুবি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ রুবি রুটে মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটার রুটে চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি কমিটি যে নতুন লাইনপাতা হয়েছে তার পরিদর্শনে আসবেন। এই পরিদর্শনটি হবে কবি সুভাষ স্টেশন থেকে বেলেঘাটার রুটের মধ্যে।এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে টানা চারদিন কবি সুভাষ থেকে পর্যন্ত রুবি পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকায় অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বাণিজ্য নগরের যাত্রীদের। কিন্তু রেলের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হচ্ছে এই পরিষেবা বন্ধ রাখতে চলতেই সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবার।এর দরুন কবি সুভাষ থেকে রুবি পর্যন্ত সমস্ত ধর্ম মত্তপর পরিষেবা বৃহস্পতি ও শুক্রবার পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। অর্থাত বুধবার সংশ্লিষ্ট দুটি চলতি সপ্তাহে শেষ যাত্রী পরিষেবা দেবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

কারণ শনি ও রবিবার কবি সুভাষ থেকে রুবি রুটে মেট্রোর এই পরিষেবা বন্ধ থাকে প্রতি সপ্তাহে। অতএব বুধবার ২৭ মার্চ ওই রুটে এ সপ্তাহের মতো শেষ যাত্রী পরিষেবা মিলবে। ফের পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হবে সংশ্লিষ্ট ওই রুটে মেট্রো পরিষেবা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেট্রো রেলের পক্ষে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এই খবর জানিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে সোম ও মঙ্গল দোলযাত্রা এবং হোলি উপলক্ষে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। বুধবার থেকে ফের স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরছে শহর।

সম্পাদকীয়

ইডি হামলায় আশঙ্কায় শাহাজান ছক কষে ছিল

সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডির তল্লাশির দিন, ৫ জানুয়ারি, যে দ্রুততার সঙ্গে ইট, লাঠি নিয়ে একদল দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছিল, তার পিছনে পূর্ব পরিকল্পনা রয়েছে বলে দাবি সিবিআইয়ের।এক তদন্তকারী অফিসার বলেন, "এখনও পর্যন্ত শাহজাহান-সহ ১৪ জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃতদের মোবাইলের সিডিআর (কল ডিটেলস রেকর্ড) এবং ভিডিয়ো ফুটেজ সামনে রেখে শাহজাহান ও তাঁর অনুগামীদের জেরা করা হচ্ছে। তাতেই একের পর এক হামলার ওই প্রস্তুতির তথ্য সামনে আসছে। সে দিনের পরে শাহজাহান প্রায় ৫৫ দিন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর গতিবিধি কী ছিল, তারও তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন শাহজাহান কোন কোন প্রভাবশালী এবং নিজের কোন কোন ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, তা খতিয়ে দেখার কাজ চলছে।"এই দাবির পিছনে কিছু যুক্তি তুলে ধরে তদন্তকারীদের বক্তব্য, হামলার পরে ইডির গাড়িতে যে ইট পাওয়া যায়, তার গায়ে লেখা রয়েছে 'এসকেএসটি'।শাহজাহানের ইটভাটার ইট ওই নামেই বিক্রি করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, নিজের ইটভাটা থেকেই প্রায় হাজার পাঁচেক ইট বাড়ির আশেপাশে মজুত রেখেছিলেন শাহজাহান।

তদন্তকারীদের দাবি অনুযায়ী, ৫ জানুয়ারির আগেই দলের একটি প্রকাশ্য সভায় নিজের অনুগামী ও সমর্থকদের ইডি ও সিবিআইকে উচিত 'শিক্ষা' দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে শাসিয়েছিলেন শাহজাহান। ওই সভার ভিডিয়ো ফুটেজ তাঁদের হাতে এসেছে বলেও তদন্তকারীদের দাবি।সিবিআই সূত্রের দাবি, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিঠির সূত্রে শাহজাহানকে প্রথম তলব করেছিল ইডি। স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে জিজ্ঞাসাবাদে মুখোমুখি হতে পারছেন না বলে সে বার আইনজীবী মারফত ইডিকে চিঠি দিয়ে সময় চেয়েছিলেন শাহজাহান। সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের দাবি, তখনই শাহজাহান বুঝে গিয়েছিলেন, যে কোনও দিন তাঁর বাড়িতে হানা দিতে পারে ইডি। সিবিআই সূত্রের দাবি অনুযায়ী, তখনই তিনি হামলার নীল নকশা তৈরি করেন।তদন্তকারীদের দাবি, শাহজাহানের দুই ভাই সিরাজ ও আলমগির, তাঁর ঘনিষ্ঠ শাগরেদ জিয়াউদ্দিন মোল্লা, ফারুক আকুঞ্জি, দিদার বক্স ও সন্দেশখালি-১ পঞ্চায়েত সমিতির দুই মহিলা সদস্যকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'টিম'। আকুঞ্জি পাড়ায় শাহজাহানের বাড়ির আশেপাশেই ইট, পাথর, লাঠি, কাঠের বাটাম মজুত করে রাখা হয়েছিল। মহিলাদের জমায়েত করার দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যদের। সিবিআই সূত্রের দাবি অনুযায়ী ভাঙচুর এবং হামলায় অনুগামীদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন জিয়াউদ্দিন, ফারুক, আলমগির ও সিরাজ। তদন্তকারীদের দাবি, গত ডিসেম্বর থেকেই কার্যত ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকছিলেন শাহজাহান ও তাঁর বাহিনী। কোনও না কোনও সময়ে তল্লাশি হতে পারে, ওই আশঙ্কায় হামলার জন্য মহিলা-পুরুষ, লাঠি, পাথর, ইট প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ছোট থেকেই সবকিছু জানার ইচ্ছাছিল প্রবল, সত্যটাকে খুঁজে বের করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলেছি।চলার পথে বহু আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ছিলাম,আমার জ্যাঠামশাই এর ছোটবেলার বন্ধু স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তিনিও ছিলেন আদিবাসী। ছোট বেলায় থেকে তার সংস্পর্শে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি সোনারপুর বসবাস করতেন একাধিকবার রাত্রে তাঁর বাড়িতে আমার নিশিযাপন হয়েছিল। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের এই মিথ্যার যুগে বিদ্যাসাগর কতটা প্রাসঙ্গিক?

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

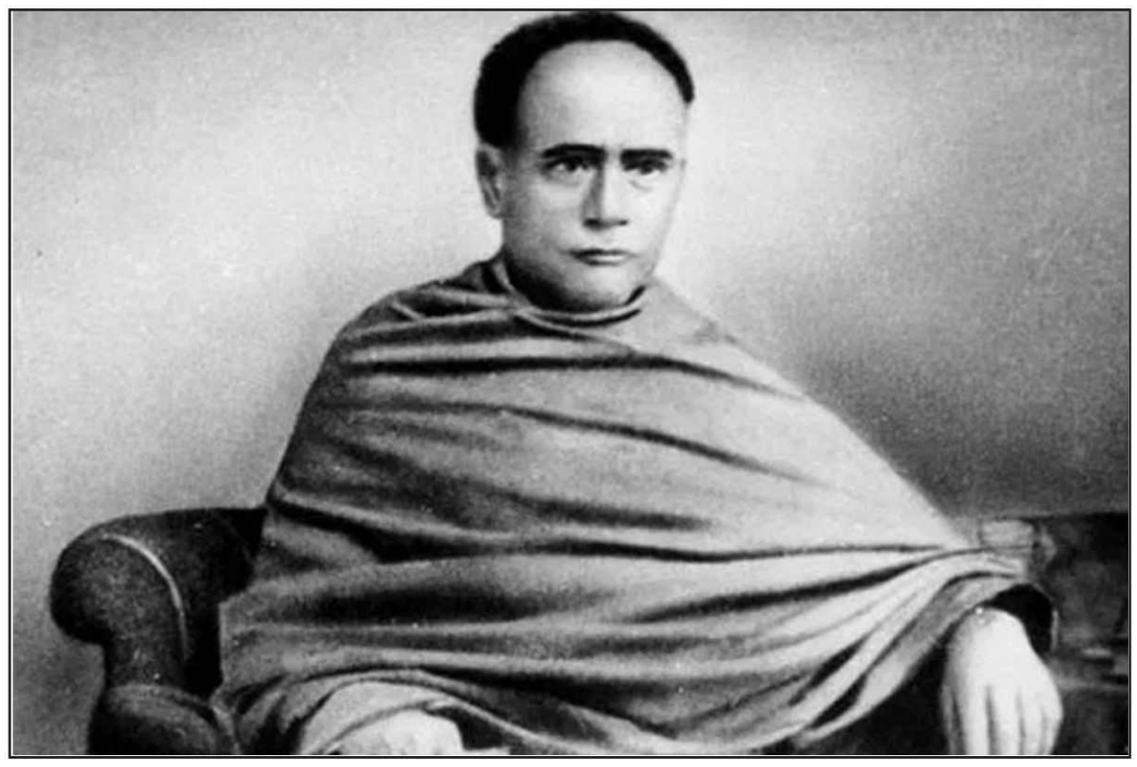

নিজের কোনও সন্দেহ ছিল না যে "বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।" এক দিক থেকে তাঁর মহান পূর্বসূরি রামমোহন তাঁর জন্যে এক সমস্যা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে রামমোহন শাস্ত্রের ভিত্তিতে বিধবার সতীত্বের গুণগান করেছিলেন। বিধবাবিবাহের পক্ষে সওয়াল করতে বিদ্যাসাগরকে ১৮৫৫ সালে পরাশর সংহিতার আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সংস্কৃতশ্লোক ও বাংলা গালি মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত' হয়েছিল।যাক আজকের দিনে এসব কথা, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবন ও তার শেষ জীবনের কথা বলে আমি আমার লেখাটি শেষ করতে চাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। বর্ণপরিচয় (১৮৫১) প্রকাশের আগ পর্যন্ত প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যে এ রকমের কোনো আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তাঁর বর্ণপরিচয়ের মান এতো উন্নত ছিল যে, প্রকাশের পর থেকে অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ বঙ্গদেশের সবার জন্যে পাঠ্য ছিলো। দেড়শো বছর পরেও এখনও এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। বর্ণপরিচয়ের মতো সমান সাফল্য লাভ করেছিল বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬) এবং জীবনচরিত (১৮৫৯)। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও (১৮৫১) বর্ণপরিচয়ের মতো অভিনব-এর আগে বাংলা ভাষায় কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল না। চার খন্ডে লেখা ব্যাকরণ-কৌমুদীও (১৮৫৩-৬৩) তাঁর ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান।

তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি কেবল লেখাপড়া শেখানোর কৌশল হিসেবে এগুলি লেখেননি, বরং ছাত্রদের নীতিবোধ উন্নত করা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানও তাঁর লক্ষ্য ছিল। যেমন চরিতমালায় তিনি প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের জীবনী লেখেননি, বরং ইউরোপের ষোলোজন বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচিতি দিয়েছেন। তেমনি জীবনচরিতে তিনি কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং হার্শেলের মতো বিজ্ঞানীদের এবং উইলিয়ম জোনসের মতো পন্ডিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি লিখেছেন। নীতিবোধেও একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। এতে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ করেননি, বরং যেসব নীতিবোধ সকল মানুষের থাকা উচিত, তার কথা লিখেছেন। কথামালায় তিনি নীতিমূলক গল্প সংগ্রহ করেছেন। আর তিন খন্ড আখ্যানমঞ্জরীতে সংগ্রহ করেছেন ইউরোপ-অ্যামেরিকার (এবং চারটি আরব দেশ ও পারস্যের) সত্যিকার এবং জনপ্রিয় গল্প। এসব গল্পের শিরোনাম' মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, আতিথেয়তা, পরোপকার এবং সাধুতার পুরস্কার - থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি কেবল ছাত্রদের নীতিবোধ উন্নত করতে চাননি, সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি দীর্ঘদিন বঙ্গদেশের সর্বত্র পাঠ্য ছিল। এগুলোর মাধ্যমে তিনি একই সঙ্গে প্রামাণ্য ভাষা ও বানান যেমন শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, তেমনি পেরেছিলেন নীতিবোধ উন্নত করতে।

তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর অন্যান্য রচনা দিয়েও বাংলা গদ্যের সংস্কার এবং তার মান উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতগণ এবং রামমোহন রায় যে বাংলা গদ্যরীতি নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল আড়ষ্ট, কৃত্রিম এবং কোনোমতে ভাব প্রকাশের উপযোগী। তাঁর আগেকার গদ্যে তথ্য প্রকাশের মতো শব্দাবলী ছিল কিন্তু তাতে এমন সৌন্দর্য, সাবলীলতা এবং গতির স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, যাকে সাহিত্যিক গদ্য বলা যায় বা যা দিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায়। ১৮৪৭ সালে বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর তা পাল্টে দিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের শব্দ-সাযুজ্য আবিষ্কার, বাক্য-কাঠামো সংস্কার, কর্তা ও ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়া ও কর্মের মধ্যে যথাযথ অন্বয় স্থাপন করে বাংলা গদ্যকে মাধুর্য দান করেন। তাছাড়া, শ্বাস-যতি ও অর্থ-যতির সমন্বয় ঘটান এবং পাঠক যাতে তা সহজেই দেখতে পান, তার জন্যে ইংরেজি রীতির যতিচিহ্ন, বিশেষ করে কমা, ব্যবহার করেন। তাঁর আগে একমাত্র অক্ষয়কুমার দত্তই ইংরেজি যতিচিহ্ন সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য তিনি একই গদ্যরীতিতে তাঁর সব রচনা লেখেননি, তিনি পাঠ্যপুস্তক যে-রীতিতে লিখেছেন, সাহিত্য রচনা করেছেন তা থেকে ভিন্ন ভঙ্গিতে; আবার তাঁর বেনামী পুস্তকগুলির রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিব্রতা পরিপূর্ণ হাস্যরস এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপে।

তাঁর প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতিতেই বিদ্যাসাগর প্রমাণ দিয়েছেন, তিনি কেবল বেতালের গল্পগুলিকেই নতুন করে বলেছেন, অনুবাদ করেননি। গল্পগুলি বলতে গিয়ে তিনি তাদের সংস্কার এবং পরিবর্তন করেছেন এবং মূল বেতালের স্থূল রুচি ত্যাগ করে তাদের আধুনিক পাঠকদের কাছে পরিবেশনের উপযোগী করে তুলেছেন। একই কথা বলা যায় কালিদাসের রচনা অবলম্বনে রচিত শকুন্তলা (১৮৫৪) সম্পর্কে। তাছাড়া এ গ্রন্থে তিনি শকুন্তলা এবং তার দুই সখীকে রীতিমতো বাঙালি নারীর মতো করে নির্মাণ করেছেন। সীতার বনবাসের (১৮৬০) সীতাও নিতান্ত বাঙালি নারী হয়ে উঠেছেন। এমনকি তিনি যখন ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) নাম দিয়ে শেক্সপীয়রের কমেডি অব এরর্সের অনুবাদ করেছেন, তখন তাকে বাঙালি পরিবেশের উপযুক্ত করে রচনা করেছেন। তদুপরি তাঁর ভ্রান্তিবিলাস গল্প, নাটক নয়। তাঁর ভাষাভঙ্গি, সূক্ষ্ম হাস্যরস এবং শব্দের মারপ্যাঁচে এই দুটি গ্রন্থকেই অনুবাদ নয়, বরং মৌলিক গ্রন্থ বলে মনে হয়। তাঁর গদ্যে তিনি অনুপ্রাসসহ সঙ্গীতময় এবং বিষয়ের উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেছেন। শ্বাসযতি ও অর্থযতির সমন্বয় ঘটানোর ফলে তাঁর গদ্যে এমন সৌন্দর্য এসেছে যা তাঁর পূর্ববর্তী লেখকরা আবিষ্কার করতে পারেননি।আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের মতোন এমনই উপস্থাপনা করতে পরিবেশন করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।তবে দু'শো বছর পরও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি মন ও মননে কী ভাবে ধরা পড়েন? অনেক নতুন প্রশ্ন ও কিছু পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তরের সন্ধান - আলোচ্য গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত পনেরোটি প্রবন্ধ। নিজেকে সম্পাদকের বদলে সঙ্কলক ভাবতে 'স্বচ্ছন্দ বোধ' করলেও,বাংলার আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। বাংলার শিক্ষা ও সমাজের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র উন্মুক্ত ও উদার মননের প্রতীক। তাঁর বিদ্যা ও দয়া, কোনওটাই ভুলবার নয়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

কাজল-কন্যা নিসাকে নিয়ে ধোঁয়াশা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অজয় দেবগান ও কাজল ছাড়াও তাদের পরিবারে আরও একজন রয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ভক্তের সংখ্যা। অজয় ও কাজলের কন্যা নিসা দেবগান।

পার্টি করতে ভালবাসেন নিসা। বিভিন্ন সময় পার্টি থেকে টলমল পায়ে বের হতে দেখা গেছে তাকে। কখনও আবার পোশাকের কারণে বিতর্কে জড়িয়েছেন এই তারকা-কন্যা। পরিচিতি যেমন হয়েছে, তেমনই এই পরিচিতির কারণে বিড়ম্বনাও পোহাতে হয় নিসাকে।

এবার এক অন্য ঝামেলার কথা শোনা গেল নিসাকে নিয়ে। তরুণী নিসা এই মুহূর্তে পড়াশোনা করছেন সুইজারল্যান্ডে। কিন্তু একটা লম্বা সময় তিনি স্কুলজীবন কাটিয়েছেন সিঙ্গাপুরে। যে স্কুলে পড়তেন, সেখান থেকে নাকি বহিষ্কৃত হন কাজল-কন্যা! অজয়-কাজল কন্যা ভবিষ্যতে পেশা হিসেবে অভিনয়কেই বাছবেন কি না, তা এখনও খোলাসা করেননি।

তবে এই মুহূর্তে জীবনকে উপভোগ করাই একমাত্র লক্ষ্য নিসার। সেবার জীবন উপভোগ করতে গিয়েই কি বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন?

ছোট থেকে নিসা পড়াশোনা করেছেন সিঙ্গাপুরের একটি স্কুলে। কিন্তু স্কুলজীবন শেষ করেন মুম্বাইয়ের ধীরুভাই আম্বানী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে। স্বাভাবিকভাবেই খটকা লাগে অনেকের। যদিও শাহরুখ খানের ছেলেমেয়ে থেকে কারিনার কাপুরের দুই ছেলে, সকলেই এই স্কুলের শিক্ষার্থী।

তবে নিসার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। মায়ানগরীর কানাঘুষা, কাজল-কন্যাকে নাকি বের করে দেওয়া হয়েছিল স্কুল থেকে। সেই কারণে মুম্বাইতে ফিরে শেষ করেন স্কুলজীবন। যদিও সত্যিটা কী, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের গিলন ইনস্টিটিউট থেকে হসপিট্যালিটি নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছেন নিসা।

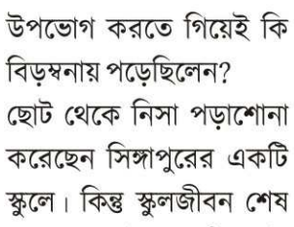

স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা সারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন ঊষা। সেই সময় তিনি একটি ভূগর্ভের রেডিও ব্যবহার করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাতিকে একত্রিত করেছিলেন। এমনই গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে বলিউডের নতুন সিনেমা 'অ্যায় ওয়াতান মেরে ওয়াতান'।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমাটির চরিত্র একজন কলেজছাত্রী; যিনি কলেজে পড়াকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। এ সিনেমার পরতে পরতে রয়েছে সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগের গল্প। কন্নন আইয়ার পরিচালিত ছবিতে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা ঊষা মেহতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সারা আলি খান। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া সিনেমার ট্রেইলারে সারাকে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের রেট্রো লুকে দেখানো হয়েছে। একরঙা শাড়ি পরে সারা রেডিওর মতো ডিভাইস অ্যাসেম্বল করতে বসার আগে ঘরের সব পর্দা টেনে দেন।

এরপর রেডিওর নব ঘুরিয়ে মাইক্রোফোন নিয়ে বলেন, 'ব্রিটিশরা মনে করেন তারা ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমন করতে পেরেছেন। স্বাধীনতার কণ্ঠকে বন্দি করা যায় না। এটি হিন্দুস্তানের কণ্ঠ, দেশের কোথাও থেকে হিন্দুস্তানির কণ্ঠ।'

এর মধ্যেই কেউ সজোরে দরজা ধাক্কা দিতে থাকে। সারার বক্তৃতায় বাধা দেয়। অবাক দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন অভিনেত্রী। এরপর কী ঘটে তা জানতে হলে সিনেমাটি দেখতে হবে। এ ছবি বড়পর্দায় নয়, আগামীকাল মুক্তি পাবে অ্যামাজন প্রাইমে।

সিনেমা মুক্তির দিন ঘোষণা করে সারা আলি খান তাঁর ইনস্টাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর একটি বাণী লিখেছেন, 'এমনভাবে বাঁচো, যেন এটাই তোমার শেষ দিন। এমনভাবে শেখো, যেন তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে।'

সিনেমাটি নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে সারা আলি খান বলেন, 'আমি খুবই সম্মানিত যে প্রাইম ভিডিও এবং ধর্মাটিক এন্টারটেইনমেন্ট আমাকে এমন একটি ছবির অংশ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ধন্যবাদ কন্নন স্যারকে আমায় এ চরিত্রে বাছাই করার জন্য। একজন অভিনেত্রী হিসেবে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজন ভারতীয় হিসেবে আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি, যা সাহস, শক্তি এবং সাহসের প্রতিধ্বনি করে। এ চরিত্র যেন শক্তি, সম্ভ্রম এবং প্যাশনের আদর্শ মিশেল। ছবিটি চিরকাল আমার সঙ্গে থেকে যাবে।'

ফাঁস হলো রাশমিকার নতুন লুক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালে দক্ষিণী তারকা আল্লু অর্জুন এবং রাশমিকা মান্দানা অভিনিত 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' সিনেমাটি মুক্তির পর বক্স অফিসে ঝড় তুলে। আয়ের দিক থেকে বদলে যায় অনেক হিশাব-নিকাশ। এর পরই সিনেমাটির সিকুয়েল নির্মাণের ঘোষণা দেন নির্মাতা সুকুমার। কয়েকবার সিনেমার শুটিং পিছিয়ে গেলেও বর্তমানে শুটিং পুরোদমে চলছে। শুটিং সেট থেকে এবার ভাইরাল হয়েছে অভিনেত্রী রাশমিকার লুক। 'পুষ্পা ২ : দ্য রুল' সিনেমাটি এ বছরের ১৫ আগস্ট মুক্তি দেওয়া হবে। এ কারণে বর্তমানে শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা। আর সেই শুটিংয়ের একটি দৃশ্য ফাঁস হয়ে গেছে নেটদুনিয়ায়।

ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যায়, রাশমিকার পুষ্পার সেই পুরোনো অবতার। পরনে লাল রঙের শাড়ি, খোঁপায় গোঁজা ফুল। আর সঙ্গে ভারী গহনা।

এদিকে শুটিং স্পটের চারপাশে উৎসুক জনতার ভিড়। সেই ভিড় সামাল দিতে সেটের কর্মরতরা এবং পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বর্তমানে সিনেমার শুটিং হচ্ছে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের জগন্তী উমা মহেশ্বরা মন্দিরে। সেখান থেকেই ভিডিওটি ফাঁস হয়েছে।

'পুষ্পা' সিনেমার চেয়ে 'পুষ্পা-টু' আরও বেশি চমকপ্রদ হবে বলে দাবি নির্মাতার। এ ছাড়া এবার সিনেমাটির বাজেটও প্রথম সিনেমার তুলনায় দ্বিগুণ। এবার বাজেট ধরা হয়েছে ৪০০ কোটি রুপি।

সিনেমায় আল্লু আর্জুন ও রাশমিকার ছাড়া আরও অভিনয় করছেন ফাহাদ ফসিল, প্রকাশ রাজ, সুনীল, রাও রমেশ প্রমুখ।

ভিকির ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছেন ক্যাটরিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা ক্যাটরিনা কাইফ। বিয়ের আগে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক পুরুষের সঙ্গে তার নাম জড়িয়েছে। সর্বশেষ অভিনেতা ভিকি কৌশলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। দীর্ঘ দিন প্রেমের পর ২০২০ সালের ৯ ডিসেম্বর সাতপাকে বাঁধা পরেন এই তারকা জুগল।

বিয়ের পর স্বামী-সংসার নিয়েই অধিক ব্যস্ত ক্যাটরিনা। ক্যাটরিনার মতো স্ত্রী পেয়ে ধন্য বলে মন্তব্য করেছেন ভিকি। নেহাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন অনুভূতির কথা জানান ভিকি।

বিয়ের পর ক্যাটরিনা নাকি ভিকির ভাগ্যই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। ভিকি বলেন, 'ক্যাটরিনাকে পেয়ে আমি ধন্য, তাকে বিয়ের পর আমার ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে গেছে। ক্যাট চমৎকার একজন মানুষ। তার সঙ্গে থাকার পর থেকে এখন পর্যন্ত নিজের কতটা উন্নতি হয়েছে, তা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।'

ক্যাটরিনা অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'মেরি ক্রিসমাস'। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন দক্ষিণী সিনেমার তারকা অভিনেতা বিজয় সেতুপাতি। গত ১২ জানুয়ারি মুক্তি পায় এটি। কিন্তু বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে সিনেমাটি।

অন্যদিকে ভিকি অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'স্যাম বাহাদুর'। গত বছর মুক্তি পায় এটি। তার পরবর্তী সিনেমা 'ব্যাড নিউজ'। এতে তৃপ্তি দিমরির সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৯ জুলাই মুক্তি পাবে এটি।

ঐশ্বরিয়াকে যে কারণে 'প্লাস্টিক' বলেছিলেন ইমরান হাশমি

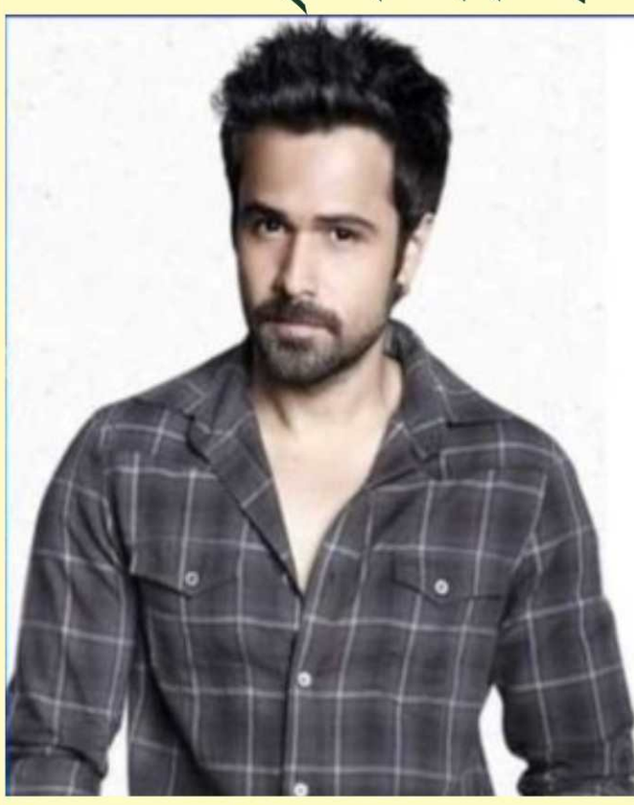

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নানাভাবে আলোচিত করণ জোহরের জনপ্রিয় শো 'কফি উইদ করণ'। এই 'শো' তে তারকাদের নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যা চাইলেও তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না বরং বেফাঁস মন্তব্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রল হতে হয় অনেক তারকাকে।

এবার বলিউড তারকা ইমরান হাশমি একবার মুখ ফসকে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে এমন শব্দে আখ্যায়িত করে ফেলেছিলেন, যা জন্ম দিয়েছিল হাস্যরস ও সমালোচনার। সম্প্রতি বলিপাড়ায় সেই এপিসোডে ইমরানের বলা শব্দটি নিয়ে নতুনভাবে শুরু হয়েছে চর্চা।

করণ জোহরের সেই শো'তে আমন্ত্রিত অতিথিদের একটি র‍্যাপিড ফায়ার সেগমেন্টের মুখোমুখি হতে হয়। ইমরানকেও সেটি ফেস করতে হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল, কয়েকজন নায়িকার নাম বলা হবে। নাম শোনার পর ইমরানের মনে প্রথম যে শব্দটি আসবে সেটিই সে বলবে।

আকস্মিকভাবে ঐশ্বরিয়ার নাম শুনে ইমরান বলে ফেলেছিলেন, প্লাস্টিক। তারপর থেকেই নানাভাবে বিষয়টি নিয়ে চর্চা আর সমালোচনা হয়েই চলেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার বরাতে জানা যায়, নায়ক এই বিতর্কের ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটি নিয়ে মুখ খুলেছেন। সম্প্রতি এই সমালোচনার জবাব দিলেন ইমরান।

বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ ধরনের মন্তব্য আমি আসলেই সচেতন ভাবে তখন করিনি। কোন কিছু ভেবেও বলিনি। সেই সময় যা মুখে আসে, সেটাই বলেছিলাম যা র‍্যাপিড ফায়ারের নিয়মের সাথে যায়। এখানে কোনকিছু ভেবে বলার সময়টা পর্যন্ত আপনি পাবেন না'।

বেগুনি জার্সিতে শুরুতেই দারুন আশ্বাস স্টার্কের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বেগুনি জার্সিতে প্রথমদিন নেমেই উইকেট পেলেন মিচেল স্টার্ক। নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচে গুরবাজকে এলবিডব্লিউ করেন আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি এই ক্রিকেটার। যা দেখে স্বস্তিতে কেকেআর ভক্তরা। গত রবিবার রাতে কলকাতা শহরে পা রেখেছেন স্টার্ক। পরদিন সোমবার রাতে কেকেআরের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত মঙ্গলবার ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল। সকালে শ্রেয়াস আইয়ার মাঠে নেমে পড়লেও ছিলেন না স্টার্ক। ওইদিন সন্ধ্যায় নাইটদের হয়ে প্রথমবার ইডেনে পা রাখলেন বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ান পেসার। তার আগেই দলবল নিয়ে ইডেনে পৌঁছে যান গৌতম গম্ভীর। স্টার্ককে দেখার জন্য বাইরে ভিড় জমিয়েছিল সমর্থকরা। শুরুতে রিঙ্কু, রাসেলদের সঙ্গে ওয়ার্ম আপ সারেন অজি তারকা।

এদিন নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিল নাইটদের। প্রায় এক দশক পর আইপিএলের মঞ্চে প্রত্যাবর্তন যথেষ্ট ভালই হলো স্টার্কের। যদিও শেষ ওভারে রিঙ্কুর কয়েকটা বিগ হিট হজম করতে হয়েছে। শেষ ওভারে তার বিরুদ্ধে ২০ রান তোলেন রিঙ্কু এবং মণীশ। ডেথ ওভারে মার খেলেও নতুন বলে শুরুটা ভাল করেন স্টার্ক। তাকে খেলতে বেশ বেগ পেতে হয় ওপেন করতে নামা অঙ্গকৃশ রঘুবংশি এবং রহমানুল্লাহ গুরবাজেক। রাসেলের বলে ডিপ ফাইন লেগে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে আউট করেন অস্ট্রেলিয়ান। প্রথমদিন অনুযায়ী যথেষ্ট আশানুরূপ পারফরম্যান্স। ডাগআউটে বসে প্রস্তুতি ম্যাচ দেখেন গৌতম গম্ভীর এবং চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। এদিন ইডেনে কেকেআরের প্র্যাকটিসে হাজির ছিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক তারকা অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। এদিন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলির হাতে নাইটদের জার্সি তুলে দেন কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। ছিলেন সচিব নরেশ ওঝা এবং পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জি।

ফুটবলের পালে

কোপা-ইউরোর হাওয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাঝে দুই মাস; এর পরই আবার বিশ্ব মাতবে ফুটবল নিয়ে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সেসব হিসাবনিকাশ। দল গোছাতে প্রস্তুত কোচরাও। যার বড় একটা কাজ আন্তর্জাতিক বিরতিতেই করতে হয় তাদের। এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ক্লাব ফুটবলের খানিকটা বিরতিতে জমলো নতুন একটা আসর, যা কিনা ইউরো ও কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিও বলা চলে।

কারণ, বছরজুড়ে ক্লাবগুলোর নানা প্রতিযোগিতার ফাঁকে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের জন্য নিজেদের তৈরি করেন খেলোয়াড়রা। তবে বড় দুই আসরের আগে অনেক দলে চোটের হানা। যার মধ্যে আছে রাশিয়া বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সও। তাদের অন্যতম তারকা খেলোয়াড় অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যান এবার থাকছেন না। চোটের কারণে সামনের ম্যাচগুলোতে দেখা যাবে না অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ডকে। যার মধ্য দিয়ে নতুন এক পথচলারও সমাপ্তি হবে। টানা ৮৪ ম্যাচে দেশের হয়ে অন্তত এক মিনিট করেও মাঠে ছিলেন গ্রিজম্যান। এত দীর্ঘ সময় ধরে খেলার রেকর্ড আর কম ফুটবলারেরই আছে। ফ্রান্সের সামনে এখন জার্মানি। যারা কিনা ইউরোর আয়োজক। ২৩ মার্চ বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় মুখোমুখি হবে দু'দল। এর পর ২৬ মার্চ তারা খেলবে চিলির বিপক্ষে। এ দুই ম্যাচই হবে ইউরোর মূল আসরের আগে ফ্রান্সের শেষ ম্যাচ।

তবে সাবেক ইউরো চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল এখনও পাঁচটি ম্যাচ খেলবে। আজ তারা নামবে সুইডেনের বিপক্ষে। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে ছাড়াই খেলতে হবে ম্যাচটি। কেন সিআর সেভেন নেই এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর সমর্থকদের মনে। তবে পর্তুগালের পক্ষ থেকে এ নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দেওয়া হয়নি। কেবল কোচ মার্টিনেজ জানিয়েছেন, বড় একটা আসরের আগে রোনালদোর মতো খেলোয়াড়ের বিশ্রাম জরুরি। সেজন্য তাঁকে আপাতত বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। মূলত সৌদি লিগে একটানা খেলায় তাঁর ওপর দিয়ে বড় একটা ধকল যাচ্ছে। যাই হোক, হয়তো পরের ম্যাচগুলোতে থাকবেন রোনালদো।

জুন-জুলাইয়ের ইউরোর আগে পর্তুগাল সুইডেন ছাড়াও ক্রোয়েশিয়া ও ফিনল্যান্ডের মতো দলকে মোকাবিলা করবে। যেটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হলেও ইউরোর জন্য দল গোছাতে দারুণ একটা ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন ফুটবলের রথী-মহারথীরা।

এদিকে ইউরোর সঙ্গে কোপা আমেরিকা নিয়েও আলোচনা কম নয়। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তাদের মূল তারকা লিওনেল মেসিকে ছাড়াই নামবে প্রস্তুতি খেলতে। ২৩ মার্চ ভোরে এল সালভাদর ও ২৭ মার্চ সকালে কোস্টারিকা তাদের প্রতিপক্ষ। এই দুই ম্যাচের আগে চোটে পড়ায় মেসিবিহীন ম্যাচ খেলতে হবে আকাশি-সাদাদের। আরেক দর্শকনন্দিত দেশ ব্রাজিলও কোপার আগে গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে। তারা ২৩ মার্চ রাত ১টায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে। এর পর ২৬ মার্চ খেলবে স্পেনের বিপক্ষে। তাদের দলে চোটের লাইন আরও লম্বা। নেইমার নেই আগে থেকেই। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন তারকা খেলোয়াড়কে ছাড়াই নামতে হবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। তবে নতুনদের মাঠে নামিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাটা চালিয়ে যেতে চাইবেন দলটির কোচ দরিভাল জুনিয়র। যেটা কোপার জন্য দল গড়ার কাজটা সহজ করে দিতে পারে।

ধোনি নন, পাল্টে গেল অধিনায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) এবারের আসরে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব করবেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন অধিনায়কের নাম অফিসিয়ালি ঘোষণা করে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

দলটির নতুন অধিনায়ক হলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। আইপিএল শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে এই ঘোষণা করা হল। এ দিন চেন্নাইয়ে অধিনায়কদের যে ফটোশুট হয়েছে, সেখানেও ধোনির বদলে দেখা গিয়েছে রুতুরাজকে। ২৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার ভারতের হয়ে খেলেছেন ১৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ২০২১ সালের আইপিএলে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন তিনি।

এর আগেও এক বার চেন্নাইয়ের অধিনায়ক বদল করা হয়েছিল। ২০২২ সালের প্রতিযোগিতা শুরুর ঠিক আগে এ ভাবেই রবীন্দ্র জাদেজাকে আচমকা অধিনায়ক করা হয়েছিল। তখনও ধোনি নিজেই তার হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ে। জাদেজার অধীনে চেন্নাই একের পর এক ম্যাচে হারতে থাকে। মাত্র আটটি ম্যাচের পরেই জাদেজাকে সরিয়ে আবার দায়িত্বে ফেরেন ধোনি। কিন্তু দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। চেন্নাই পয়েন্ট তালিকায় নয় নম্বরে শেষ করে।

উল্লেখ্য, আগামীকাল চেন্নাই-বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের আইপিএল আসর।

আবারও ট্রেবলের দৌঁড়ে

পেপ-এনরিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্লাব ফুটবলে দুই পরিচিত মুখ পেপ গার্দিওলা ও লুইস এনরিক। খেলোয়াড়ি জীবনে বার্সেলোনায় দুজন ছিলেন বন্ধুপ্রতিম সতীর্থ। জাতীয়তায় দুজনই স্প্যানিশ, বয়সও দুজনেরই ৫৪ চলছে। কোচ হিসেবেও দুজনের অভিজ্ঞতা আছে বার্সেলোনার হয়ে একবার করে ট্রেবল জেতার। গার্দিওলা জিতেছেন ২০০৮-০৯ আর এনরিকে ২০১৪-১৫ মৌসুমে। বর্তমানে দুই অন্যতম সেরা দলের কোচ এই দুই বন্ধু। একজন তো গত মৌসুমেও জিতেছেন ট্রেবল। এবার এই দুই বন্ধুর সামনে আবারও সুযোগ সেই ট্রেবল জেতার। মূলত ক্লাব ফুটবলে শীর্ষ দুই ঘরোয়া প্রতিযোগিতা এবং মহাদেশীয় সর্বোচ্চ আসরক্লাব ফুটবলে এই তিন ট্রফি মিলে হয় 'ট্রেবল'। ইউরোপীয় ফুটবলে কোনো ক্লাব একই মৌসুমে ঘরোয়া শীর্ষলিগ, কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতলে বলা হয় তারা ট্রেবলজয়ী। কীর্তিটা কিছুটা বিরল। ইউরোপে এখন পর্যন্ত ট্রেবল জয়ের স্বাদ পেয়েছে ৬ দেশের মাত্র ৮টি ক্লাব, কোচ হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন ৯ জন। ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো মৌসুম শুরু করে অভিজাত এই কীর্তি গড়ার স্বপ্ন নিয়েই। তবে মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই অনেক ক্লাবের সেই স্বপ্নও শেষ হয়ে যায়। চলতি ২০২৩-২৪ মৌসুমেও যেমন এখন পর্যন্ত ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু দুটি দল্তইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার সিটি ও ফ্রান্সের পিএসজি। সিটি গত মৌসুমেই ট্রেবল জিতে সব প্রাপ্তির উৎসব করেছে, পিএসজির কখনো সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। এবার আরাধ্য তিনটি ট্রফিই জিততে পারলে পিএসজি হবে ইউরোপে ট্রেবলজয়ী নবমক্লাব।

যেহেতু চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল দিয়েই মৌসুম শেষ হয়, তাই ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনা দেখতে হলে সবার আগে এই প্রতিযোগিতায় দলগুলোর অবস্থান দেখতে হয়। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি, পিএসজি, আর্সেনাল, রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, আতলেতিকো মাদ্রিদ, বায়ার্নমিউনিখ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। এই ৮ দলের মধ্যে ৬টি দল এরই মধ্যে নিজেদের ঘরোয়া কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে। ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনাও সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। লড়াইয়ে টিকে আছে শুধু সিটি আর পিএসজি। দল দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি নিজেদের ঘরোয়া কাপের (এফএ কাপ ও ফরাসি কাপ) সেমিফাইনালেও উঠেছে।

এ ছাড়া গার্দিওলার সিটি খুব ভালোভাবে টিকে আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার লড়াইয়েও। লিগে পয়েন্ট তালিকায় সিটির অবস্থান তিনে হলেও শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান মাত্র ১ পয়েন্টের। আর ফরাসি লিগ আঁ-র ট্রফিতে পিএসজি এরই মধ্যে এক হাত দিয়ে রেখেছে বলাই যায়। দুইয়ে থাকা ব্রেস্তের চেয়ে ১২ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শীর্ষে পিএসজি, লিগে বাকি ৮টি করে ম্যাচ।

তবে এবারের মৌসুমে গার্দিওলার চেয়ে এনরিকেই বোধ হয় ট্রেবল জিততে বেশি মরিয়া। সেটা দুজনের কথাতেই ফুটে উঠেছে। এ মৌসুমেও সিটির ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে গার্দিওলাকে এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করা হয়েছিল। দুবার এই কীর্তি গড়লেও গার্দিওলা গত আগস্টে বলেছিলেন, 'গত মৌসুমে আমরা যা করেছি, তা আর সম্ভব নয়। এটা (ট্রেবল জয়) জীবনে একবারই হয়।' গত ফেব্রুয়ারিতে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন,৯৯.৯৯ শতাংশ সম্ভাবনা আছে যে আমরা এবার ট্রেবল জিতব না। কারণ, কেউ কখনোই এটি (টানা দুই মৌসুম ট্রেবল জয়) করে দেখাতে পারেনি।'

তবে এনরিকের লক্ষ্য আগেভাগেই লিগ আঁ শিরোপার অঙ্ক মিলিয়ে ফরাসি কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগে দৃষ্টি ঘোরানো, 'কত পয়েন্টে এগিয়ে আছি, সেটা নিয়ে ভাবছি না। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব, (লিগ) চ্যাম্পিয়ন হতে। (এরপর) প্রতিটি ট্রফির জন্যই আমরা লড়াই করতে চাই।'

অলিম্পিকে আলবিসেলেস্তেদের শক্ত প্রতিপক্ষ,

সহজ গ্রুপে ফ্রান্স-স্পেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর কিছুদিন পরেই প্যারিসে বসতে যাচ্ছে অলিম্পিক ফুটবলের আসর। এরই মাঝে প্রকাশ করা হয়েছে এবারের আসরের প্রতিযোগিতার গ্রুপ। যেখানে অন্য গ্রুপের চেয়ে কিছুটা অন্তত শক্ত গ্রুপেই পড়তে হয়েছে থিয়াগো আলমাদা-ক্লদিও এচেভেরিদের।

প্যারিসের সেন্ট ডেনিসে অনুষ্ঠিত হওয়া অলিম্পিক ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠানে 'বি' গ্রুপে মরক্কো এবং ইউক্রেনের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে আর্জেন্টিনা। চার দলের গ্রুপে আরেকটি দল আসবে এএফসি অঞ্চল থেকে, কোয়ালিফায়ার-৩ খেলে। সবশেষ ফিফা র‍্যাংকিং অনুযায়ী আর্জেন্টিনা আছে সবার ওপরে। মরক্কো আছে তালিকার ১২ নম্বরে, ইউক্রেনের স্থান ২৪-এ। তাই গ্রুপ পর্বেই আর্জেন্টিনাকে কিছুটা পরীক্ষা দিতেই হচ্ছে।

গ্রুপ 'এ'তে আছে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড। প্যারিস এবারের অলিম্পিকের আয়োজক। ঘরের মাঠে তাই বাড়তি সমর্থন নিয়ে খেলবে লেস ব্লুজ। তাদের সঙ্গী হবে আরও একটি দল। এশিয়া এবং আফ্রিকা অঞ্চলের আন্তঃমহাদেশীয় বাছাইপর্ব শেষে নির্ধারিত হবে সেই দল।

গ্রুপ 'সি'তে মিশর ও ডমিনিকান রিপাবলিকের সঙ্গী হচ্ছে স্পেন। ইউরোপিয়ান দলটি এই গ্রুপে পরিষ্কারভাবেই ফেবারিট। এএফসি কোয়ালিফায়ার-২ খেলে আসা দল পরবর্তীতে যুক্ত হবে এখানে। আর গ্রুপ 'ডি'তে আছে প্যারাগুয়ে, মালি ও ইসরাইল। আরেকটি দল আসবে এএফসি কোয়ালিফায়ার-১ খেলে।

প্যারিসে চলতি বছরের জুলাইয়ে বসছে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক। ২৬ জুলাই উদ্বোধনী হলেও ২৪ মার্চ থেকে শুরু হবে ফুটবলের ইভেন্ট। ১০ আগস্ট হবে ফাইনাল। এর একদিন পর পর্দা নামবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার।

এবারের আইপিএলে দেখা মিলবে যত পরিবর্তন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ১৭তম আসর। এই টুর্নামেন্ট দিয়ে আগামী জুনে শুরু হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সাড়বে বিভিন্ন দেশের অনেক ক্রিকেটারই।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এবারের আইপিএলে মোট চারটি নতুন নিয়ম চালু করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আইসিসির যে নিয়ম, তার সঙ্গে এই চারটি নিয়মের কোনও মিল নেই।

ওভারে দুই বাউন্সার: সাধারণত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সাদা বলের ফরম্যাটে বোলাররা একটিই বাউন্সার দিতে পারেন। কিন্তু এবারের আইপিএলে সেই নিয়ম বদল করা হয়েছে। এই বছর থেকে আইপিএলে ওভারে দু'টি বাউন্সার দিতে পারবেন বোলাররা। বোলারদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় এই নিয়ম চালু হয়েছিল। এবার আইপিএলে তা দেখা যাবে।

রিভিউরে নিয়মে বদল: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়ম হল, যদি বোলিং দল স্টাম্প আউটের জন্য রিভিউ নেয় তা হলে শুধু সেটিই বিবেচনা করবেন তৃতীয় আম্পায়ার। এ ক্ষেত্রে বল উইকেটরক্ষকের হাতে যাওয়ার আগে ব্যাটে লেগেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয় না। তার জন্য আলাদা করে রিভিউ নিতে হয়। কিন্তু আইপিএলে স্টাম্প আউটের জন্য রিভিউ নিলে তার আগে দেখা হবে যে ব্যাটার ক্যাচ আউট হয়েছেন কি না।

স্টপ ক্লক নিয়ম বন্ধ: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্টপ ক্লক নিয়ম রয়েছে। একটি ওভার শেষ হওয়ার পরে বোলিং দলকে ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে পরের ওভার শুরু করতে হয়। আম্পায়ার সময়ের দিকে নজর রাখেন। কিন্তু আইপিএলে অনেক সময় দু'টি ওভারের মধ্যে বোলিং দলকে অনেক পরিকল্পনা করতে হয়। সময় নিয়ে যাতে বোলিং দলকে চিন্তা করতে না হয়, তার জন্য এই স্টপ ক্লক নিয়ম এ বারের আইপিএলে থাকবে না। অর্থাৎ, দু'টি ওভারের মধ্যে সময়সীমা নেই।

স্মার্ট রিপ্লে সিস্টেম: এবার থেকে আইপিএলে রিভিউ নিলে যাতে দ্রুত তা দেখা যায় তার জন্য এই সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। 'হক আই' তাড়াতাড়ি দেখার জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের পাশেই দু'জন বিশেষজ্ঞ থাকবেন, যারা এই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন। ফলে দ্রুত রিভিউ দেখা যাবে। তাছাড়া রিভিউয়ের ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য মাঠের চার দিকে আরও বেশি উচ্চমানের ক্যামেরা লাগানো থাকবে। ফলে বিভিন্ন অ্যাঙ্গল থেকে রিভিউ দেখা যাবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR